মাননীয়,

আঞ্চলিক ম...
চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ
মৎস অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

বিষয়ঃ রামপুর মৌজার ১৩২ নং প্লট ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক মনোনীত নমিনী হিসাবে তফসিল ভুক্ত জমির ভোগ দখল, প্লট/খামার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং দায়-দায়িত্ব পালনে অনুমোদন পাওয়ার আবেদন।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারীনি মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলে বর্ণিত চকরিয়া উপজেলার অন্তর্গত রামপুর মৌজার ১৩২ নং প্লটের ইজারা গ্রহীতার স্ত্রী হই। জনাব মোহাম্মদ আমিন গত ২৬/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মৃত্যু বরণ করেন। মহোদয়ের সদয় বিবেচনা ও কার্যার্থে এতদসঙ্গে মৃত্যু সনদ ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করা হলো। আমারা প্রয়াত স্বামী বিগত ১২/০৫/২০১৪ ইং তারিখ হতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বর্ণিত প্লটে সুনাম ও দক্ষতার সাথে খামার পরিচালনা করেছেন এবং সরকারি খাজনাদি যথাসময়ে পরিশোধ করতঃ ভোগ দখল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

গত ১৬/০৬/২০১৪ খ্রিঃ সালে মহোদয়ের দপ্তরের সাথে সম্পাদিত চুক্তি নামায় আমাকে চুক্তির ৩নং শর্ত অনুযায়ী নমিনি প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমার স্বামীর মৃত্যু জনিত কারণে স্বামী কর্তৃক মনোনীত নমিনি হিসাবে আমাকে তফসিলে বর্ণিত জমির ভোগ দখল, খামার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দায়-দায়িত্ব পালন করার নিমিত্তে মহোদয়ের সদয় অনুমোদন পাওয়ার মানসে আপনার সমীপে আবেদন করছি।

উল্লেখ্য যে, আমার স্বামীর মৃত্যুর সময় দেশে করোনা মহামারী চলার কারণে আমি আপনার বরাবরে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হই।

অতএব, মহোদয় অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে আমার আবেদন পত্রখানা সদয় সুবিবেচনা পূর্বক তফসিলে বর্ণিত প্লটের যাবতীয় কার্যাদি প্রতিপালনে অনুমোদন প্রদান পূর্বক বাধিত করবেন।

তারিখঃ ২৮/০৩/২০২৩

বিনীত নিবেদক
আপনার অনুগত
জান্নাতুল ফেরদৌস
জান্নাতুল ফেরদৌস
স্বামীঃ মরহুম মোহাম্মদ আমিন
গ্রামঃ মাইজপাড়া, কুলগাঁও, ডাকঃ জালালাবাদ-৪২১৪,
থানাঃ বায়েজীদ বোস্তামী, জেলাঃ চট্টগ্রাম।

তফসিলঃ
মৌজাঃ রামপুর, উপজেলা ও থানাঃ চকরিয়া, জেলাঃ কক্সবাজার।
প্লট নং- ১৩২, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নকশা হিসাবে জমির পরিমাণ ১০ (দশ) একর।

CS CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

কগ ২৭২৮৯৭৭

১০ ও ১১ একর চিংড়ি প্লটের ইজারা চুক্তি

এই চুক্তিপত্র অদ্য ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন.......... তারিখ/ ১৪২১ বঙ্গাব্দের ...২.....আষাঢ়.... তারিখ তফসিলে বর্ণিত ১০ ও ১১ একর চিংড়ি প্লটে বেসরকারি পর্যায়ে চিংড়ি/ মৎস্য চাষের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (যিনি অতঃপর ইজারাদাতা বলিয়া অভিহিত হইবেন) ঃ

প্রথম পক্ষ	ঃ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
		এবং
দ্বিতীয় পক্ষ	ঃ	ইজারাগ্রহীতা
জনাব/ বেগম	ঃ	মোহাম্মদ আমিন
পিতা/ স্বামী	ঃ	মৃত মোঃ জামাল
মাতা	ঃ	মৃত আমনতু নুর বেগম
জাতীয় পরিচয় পত্র নং	ঃ	১৫৯০৬০২১২০৬০১
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	
গ্রাম/ মহল	ঃ	৮৭, চট্টশ্বরী রোড, নাহার মঞ্জিল
ডাকঘর/ কোড	ঃ	চকবাজার
থানা/ উপজেলা	ঃ	কোতোয়ালী
জেলা	ঃ	চট্টগ্রাম
বর্তমান ঠিকানা	ঃ	
গ্রাম/ মহল	ঃ	বাসা/ হোল্ডিং- আমিন কমিশনারের বাড়ী, গ্রাম/রাস্তা- খাইজ পাড়া, কুলগাঁও
ডাকঘর/ কোড	ঃ	জালালাবাদ- ৪২১৪
থানা/ উপজেলা	ঃ	বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জেলা	ঃ	চট্টগ্রাম
টেলিফোন নং/ মোবাইল/ ই মেইল	ঃ	মোবা-

(যিনি অতঃপর ইজারাগ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবেন) এর মধ্যে সম্পাদিত হইল।

১৬.৬.১৪

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

৪৩১৫৬৮১

যেহেতু, ইজারাদাতা কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত চকরিয়া উপজেলার অধীন রামপুর মৌজাস্থ চিংড়ি/ মৎস্য চাষের জন্য নির্ধারিত (৭০২১.৭৬ একর) জমির আইনানুগ মালিক ও প্রকৃত দখলদার (যে জমির পূর্ণ বর্ণনা এই চুক্তিপত্রের শেষে সংযোজিত তফসিলে দেওয়া আছে এবং যাহা অতঃপর তফসিলভুক্ত জমি বলিয়া অভিহিত): এবং

যেহেতু, ইজারাগ্রহীতা আবেদনক্রমে ইজারাদাতাকে তফসিলভুক্ত জমি পরিবেশবান্ধব ও উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি/মৎস্য চাষের উদ্দেশ্যে এবং একই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের জন্য ইজারা প্রদানের অনুরোধ করিয়াছেন; এবং

যেহেতু, ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতাকে প্রার্থিত তফসিলভুক্ত জমি বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া ভূমি নবায়ন/ ইজারা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন,

সেহেতু প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর অধীনে এই চুক্তিপত্র সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হইল:

শর্তাবলী

০১। (১) তফসিলভুক্ত জমি ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতাকে ২-১-১৪২১ বঙ্গাব্দ তারিখ হইতে ৩০-১২-১৪৪০ বঙ্গাব্দ তারিখ পর্যন্ত ২০ (বিশ) বৎসরের জন্য সরকার নির্ধারিত ইজারামূল্য প্রদান সাপেক্ষে ইজারা প্রদান করিলেন বাংলা সনের ০১ বৈশাখ হইতে ৩০ চৈত্র তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে ইজারা বছর গণ্য করা হইবে। চুক্তি সম্পাদনের পর চিংড়ি প্লট যে মাসেই হস্তান্তর করা হউক না কেন ইজারাকাল ঐ বছরের ০১ বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) চুক্তিপত্র যে মাসেই স্বাক্ষর/ সম্পাদন করা হউক না কেন ইজারাগ্রহীতাকে পূর্ণ বছরের ইজারামূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) প্রতি বছর ৩০ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ইজারামূল্য পরিশোধ করিতে অপারগ হইলে ইজারামূল্যের উপর ৫% হারে (বিলম্ব মাশুল) সুদ আদায় করা হইবে।

(৪) ইজারাগ্রহীতা চিংড়ি চাষের জমি নবায়ন তারিখের পূর্ব হইতে ভোগ দখল করিলে চুক্তিনামা সম্পাদনের তারিখের পূর্বদিন পর্যন্ত একর প্রতি সরকার নির্ধারিত হারে ইজারামূল্য ও উহার বকেয়া সুদ (যদি থাকে) ইজারাগ্রহীতা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) চুক্তিপত্র সম্পাদনের প্রথম বছর হইতে পঞ্চম বছর পর্যন্ত বার্ষিক ইজারামূল্য একর প্রতি ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা। পরবর্তী প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর পর পর ইজারামূল্য ২% হারে বৃদ্ধি পাইবে।

(৬) মৎস্য অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে ইজারাগ্রহীতা নিজ দায়িত্বে উৎপাদন কাজের স্বার্থে প্লটের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন/ অবকাঠামো নির্মাণ/ তৈরি করিতে পারিবেন।

(৭) নতুন বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন যৌক্তিক কারণে চুক্তিপত্র সম্পাদন/ স্বাক্ষর করিতে বিলম্ব হইলেও (যে বছরই চুক্তিপত্র সম্পাদন/ স্বাক্ষর করা হউক না কেন) সরকারের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে (অত্র চুক্তিপত্রে উল্লিখিত মেয়াদের গণনাকাল) পূর্ববর্তী সময়ের সমুদয় ইজারামূল্য ইজারাগ্রহীতাকে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৮) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ইজারাগ্রহীতা ভূমিকর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

০২। বাংলা সন উল্লেখপূর্বক চালানের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক, কক্সবাজার শাখায় কোড নং- ১/৪৬৩১/০০০০/১২৫১ খাতে ইজারামূল্য জমা দিতে হইবে। অন্য কোন ব্যাংকে বা শাখায় জমা দিলে উক্ত চালান গ্রহণযোগ্য হইবে না।

০৩। (১) চুক্তি সম্পাদনের সময় ইজারাগ্রহীতা তাঁহার উত্তরাধিকারীর মধ্য হইতে একজনকে "নমিনি" করিতে পারিবেন বা বিশেষ আমমোক্তারনামা (পাওয়ার অব এটর্নী) বলে ক্ষমতা দিতে পারিবেন, ইজারাগ্রহীতা চিংড়ি প্লট/ খামার পরিচালনায় শারীরিক ভাবে অক্ষম হইলে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে, চুক্তি মেয়াদের অবশিষ্ট সময় তিনি (নমিনি) ইজারাগ্রহীতার পক্ষে প্লট/খামার পরিচালনা করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে প্লট/ খামার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে (নমিনিকে) প্রথম পক্ষ হইতে অনুমোদন নিতে হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কখ ৪৩১৫৬৮০

(২) ইজারাগ্রহীতার উপর বর্তিত এই চুক্তির সকল দায়-দায়িত্ব তাঁহার উত্তরাধীকারী কিংবা মনোনীত 'নমিনি' এর ওপর বর্তাইবে ।

০৪। (১) ইজারাগ্রহীতা তফসিলভুক্ত জমি চিংড়ি/ মৎস্য চাষ এবং শুষ্ক মৌসুমে ধান/ লবণ/ অন্যান্য সাথীফসলসহ তৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(২) ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক উৎপাদন বছর শেষে ঐ বছরের আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ছকে ইজারাদাতার বরাবরে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) যে কোন সময়ে ইজারাদাতা কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি চিংড়ি প্লট পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শনকালে প্রতিনিধির নিকট ইজারাগ্রহীতা উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) চিংড়ি চাষে এমন কোন ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিক ঔষধ বা খাদ্য ব্যবহার করা যাইবে না যাহা চিংড়ি / চিংড়িসহ উৎপাদিত পণ্য মানের ক্ষতি করিতে পারে।

(৫) চিংড়ি চাষের জমির উপর কোন কাঁচা শৌচাগার নির্মাণ করা যাইবে না।

০৫। (১) অত্র চুক্তিপত্র বলে ইজারাপ্রাপ্ত (তফসিলভুক্ত জমি) চিংড়ি/ মাছ/ ধান/ লবণ চাষে যেকোন তফসিলী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের সহায়ক জামানত হিসাবে গণ্য করা যাইবে ।

(২) ইজারা প্রাপ্ত জমি কোন অবস্থাতেই অন্য কাহারো নিকট বর্গা/ সাব লীজ/ বন্ধক রাখা যাইবে না।

০৬। (১) ইজারাগ্রহীতা এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তিনি তফসিলভুক্ত জমি ব্যবহার ও দখলে রাখার সময়ে এমন কোন কাজ করিবেন না যাহাতে জমির প্রকৃতি/ অবকাঠামোগত কোন প্রকার ক্ষতি হয় বা জমির মূল্য হ্রাস হয় বা জমির কোন অবক্ষয় হয় অথবা অন্য যেকোন ভাবেই ইজারাদাতার স্বত্ব অধিকার বা স্বার্থের কোন হানি হয়।

(২) ইজারাগ্রহীতা অথবা তাঁহার নিযুক্ত কর্মচারী বা প্রতিনিধি দ্বারা তফসিলভুক্ত জমির পাশের ইজারাদাতার জমিতে অবস্থিত কোন পুকুর, বাঁধ, ঘর, খাল, পানি সঞ্চালন গেইট, চিংড়ি প্লট অথবা অন্য কোন অবকাঠামোর কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হইলে ইজারাগ্রহীতা অনতিবিলম্বে নিজ খরচে তাহা মেরামত বা পুনঃনির্মাণ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

০৭। (১) ইজারাগ্রহীতা তফসিলভুক্ত জমির বেষ্টনী বাঁধের বাহিরে প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট গাছপালা ও অরণ্য ধ্বংস করিবেন না। কোন পক্ষই বেষ্টনী বাঁধের বাহিরে সংলগ্ন কোন জমি কাহারো নিকট বর্গা/ সাবলীজ প্রদান করিবেন না। উভয় পক্ষই পরস্পর সহযোগিতায় এই সকল জায়গায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার সহায়তাকারী গাছপালা রোপনের ব্যবস্থা করিবেন এবং জমির বেষ্টনীর মধ্যে গরু / মহিষ/ ছাগল/ ভেড়া ইত্যাদি পালন বা চড়ানো বা প্রবেশ করানো যাইবে না।

(২) ইজারাগ্রহীতা বিশ্বস্ততার সহিত ১৯২৭ খ্রিঃ সালের বন আইন (Act xvi of 1927) এবং বিদ্যমান সকল মৎস্য/ চিংড়ি আইন এর ধারাসমূহ এবং উহার অধীন প্রদত্ত নিয়মাবলী মানিয়া চলিবেন। অধিকন্তু তিনি এই প্রেক্ষিতে ইজারাদাতা কর্তৃক বা তাঁহার অধিনস্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক জারীকৃত নির্বাহী হুকুমসমূহ পালন করিবেন এবং প্রচলিত আইনের আওতায় অপরাধসমূহ রোধ করিবেন বা তাঁহার গোচরীভূত হওয়া মাত্র কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করিবেন।

০৮। (১) ইজারাগ্রহীতা ইজারাদাতার মনোনীত প্রতিনিধিকে তফসিলভুক্ত জমির উপর নির্মিত ঘর অন্যান্য অবকাঠামো ও কর্মকান্ড পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করিতে এবং তফসিলভুক্ত জমির ব্যাপারে সকল প্রকার বা যে কোন প্রকার তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) ইজারাগ্রহীতা তফসিলভুক্ত জমির ব্যাপারে ইজারাদাতা কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল নির্দেশ, আদেশ বা উপদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কখ ৪৩১৫৬৭১

০৯। মৎস্য অধিদপ্তর বা সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তফসিলভুক্ত জমির ওপর ইজারাকালীন সময়ে দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আরোপিত কোনরূপ কর বা উন্নয়ন সারচার্জ বা রেইট ধার্য করিলে ইজারাগ্রহীতা তাহা বহন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১০। ভবিষ্যতে কোন সময় যদি এই মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইজারাগ্রহীতা তাঁহার আবেদনপত্রে ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছিলেন অথবা কোন প্রয়োজনীয় তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করিয়াছিলেন, তবে ইজারাদাতা এই চুক্তিপত্র বাতিল করিতে পারিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। এই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। ইজারাদাতা চুক্তিপত্রের কোন শর্ত লংঘন করিলে বা শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতাকে ৩০দিনের মধ্যে লংঘিত শর্ত পূরণের জন্য বা কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন। ঐ সময়ের মধ্যে ইজারাগ্রহীতা লংঘিত শর্ত পূরণে বা গ্রহণযোগ্য কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হইলে ইজারাদাতা চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন এবং সেক্ষেত্রে তফসিলভুক্ত জমির উপর নির্মিত ঘর, বাঁধ, স্লুইচগেইট , ইত্যাদির জন্য ইজারাগ্রহীতা কোন ক্ষতি পূরণ দাবী করিতে পারিবেন না।

১২। (১) যদি কখনও জনস্বার্থে খাল খনন অথবা বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ইজারাদাতা কর্তৃক ইজারাগ্রহীতার তফসিলভুক্ত জমির কোন অংশ প্রয়োজন হয় তবে তিনি তাহা দিতে বাধ্য থাকিবেন। কোন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে চুক্তি পত্রের উল্লিখিত জমির পরিমাণের কম বা বেশি হইলে সেই অনুসারে ইজারা মূল্য পুনঃ নির্ধারণ করা যাইবে।

(২) বেষ্টনী বাঁধ, স্লুইচগেইট, অভ্যন্তরীণ খাল, বা অন্য কোন অবকাঠামো নির্মাণ কালে বা মেরামতের কালে যদি কোন বৎসর চিংড়ি/ মাছ চাষ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্থগিত থাকে তবে সে ক্ষেত্রে ইজারা মূল্য হারাহারিভাবে মেয়াদ এর ব্যবস্থা ইজারাদাতা সরেজমিনে তদন্তপূর্বক গ্রহণ করিবেন।

১৩। (১) ইজারাগ্রহীতা জোরপূর্বক তফসিলভুক্ত জমি পার্শ্ববর্তী একই প্রকার জমির সহিত সংযুক্ত করিয়া বা একত্র করিয়া চিংড়ি/ মৎস্য চাষ বা সাথী ফসল হিসাবে লবণ উৎপাদনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়ি চাষ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দুই বা ততোধিক ইজারাগ্রহীতার তফসিলভুক্ত জমি একত্রে চাষ করার প্রয়োজন অনুভূত হইলে, সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বসম্মত প্রস্তাবে ইজারাদাতার পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষ ব্যবহার করিতে পারিবে।

১৪। এই চুক্তিপত্র দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতা বা অধিকার এবং প্রচলিত সরকারি বিধি এর প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতিত তফসিলভুক্ত জমি বা উহার অংশ বিশেষের ওপর ইজারাগ্রহীতার অন্য কোনরূপ দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

১৫। (১) ইজারাগ্রহীতা অথবা তাঁহার আইনানুগ উত্তরসূরী (নমিনি) বা মনোনীত বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বরাবরে আবেদন করিলে তাহার সঠিকতা যাচাই পূর্বক ইজারা মেয়াদ নবায়ন করা হইবে।

(২) মেয়াদ উত্তীর্ণকালে এই চুক্তি নবায়ন করা না হইলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং তফসিলভুক্ত জমি ইজারাদাতার পক্ষে খাস হইয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে তফসিলভুক্ত জমিতে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক নির্মিত ঘর, বাঁধ, পানি সঞ্চালন গেইট বা অন্যান্য অবকাঠামো ইত্যাদি অন্য কোন প্রকার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে না থাকিলে ইজারাদাতার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। তবে দেশের প্রচলিত সাধারণ আইন এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৬.৬.২১

CamScanner

সাহেদ ইকবাল বাবু
...বাদ ওয়ার্ড
...টি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
...ল ঃ ০১৮১৩-৫৪০১০৯

Alhaj Md. Shahed Iqbal Babu
COUNCILLOR
Ward No.- 2, Jalalabad
Chittagong City Corporation
Chittagong. Mobile : 01813-540109

Ref. ৫৪১/ওয়ার্ড/2020 Date: 10.2.2020

মৃত্যু সনদপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ণ করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ আমিন (মৃত), পিতা- মৃত মোহাম্মদ জামাল, মাতা- আমানতু নূর, সাং- কুলগাঁও, মাইজপাড়া, জালালাবাদ, বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম। তিনি অত্র ওয়ার্ডের একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় গন্যমান্য তিনজন সনাক্তকারীর সনাক্তমতে, তিনি গত ২৬/১০/২০১৯ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

আমি তাহার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

বিঃদ্রঃ কোন প্রকার মিথ্যা/ভুল প্রমাণিত হলে সনদপত্রটি বাতিল বলে গন্য হবে।

10.2.202

আলহাজ্ব মোঃ সাহেদ ইকবাল বাবু
কাউন্সিলর
২নং জালালাবাদ ওয়ার্ড
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম

মোঃ তৌফিকুল ইসলাম
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা
চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ
মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

E-mail : shahediqbalbabu9@gmail.com

CamScanner

...হেদ ইকবাল বাবু
... ওয়ার্ড
... কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
... ঃ ০১৮১৩-৫৪০১০৯

Alhaj Md. Shahed Iqbal Babu
COUNCILLOR
Ward No.- 2, Jalalabad
Chittagong City Corporation
Chittagong. Mobile : 01813-540109

২১৪৯/ওয়ার্ড/2020

Date: 10.2.2020

ওয়ারিশ সনদপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ণ করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ আমিন (মৃত), পিতা- মৃত মোহাম্মদ জামাল, মাতা- আমানতু নূর, সাং- কুলগাঁও, মাইজপাড়া, জালালাবাদ, বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম। তিনি অত্র ওয়ার্ডের একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় গন্যমান্য তিনজন সনাক্তকারীর সনাক্তমতে, তিনি গত ২৬/১০/২০১৯ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ওয়ারিশ হিসেবে ০১ স্ত্রী, ০২ পুত্র রেখে যান।

নিম্নে ওয়ারিশগণের নাম ও সম্পর্ক দেয়া হল ঃ

ক্র:নং	নাম	সম্পর্ক
১.	জান্নাতুল ফেরদৌস	স্ত্রী
২.	মোহাম্মদ নিয়াজ মোরশেদ	পুত্র
৩.	মোহাম্মদ রিয়াদ মোরশেদ আসিফ	পুত্র

বি:দ্র: কোন প্রকার মিথ্যা/ভুল প্রমাণিত হলে সনদপত্রটি বাতিল বলে গন্য হবে।

25/2/2020

মোঃ তৌফিকুল ইসলাম
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ
মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

10.2.2020
আলহাজ্ব মোঃ সাহেদ ইকবাল বাবু
কাউন্সিলর
২নং জালালাবাদ ওয়ার্ড
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

E-mail : shahediqbalbabu9@gmail.com

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম
জান্নাতুল ফেরদৌস
Name
JANNATUL FERDOUS
পিতা
মোঃ এজাহার মিয়া
মাতা
মোছাঃ হাছান বানু
Date of Birth 12 Jul 1972
NID No 955 519 3193

সত্যায়িত

মোঃ তৌফিকুল ইসলাম
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা
চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ
মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

ঠিকানা: বাসা/হোল্ডিং: আমিন কমিশনারের বাড়ী, গ্রাম/রাস্তা: কুলগাঁও মাইজ পাড়া, ডাকঘর: জালালাবাদ - ৪২১৪, বায়জিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম

Blood Group: O+ Place of Birth: CHITTAGONG Issue Date: 31 Jan 2017

I<BGD955519319<34<<<<<<<<<<<<<<
7207129F3201303BGD<<<<<<<<<<<4
FERDOUS<<JANNATUL<<<<<<<<<<<<<

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
CHATTOGRAM CITY CORPORATION
CHATTOGRAM, BANGLADESH.

জাতীয়তা সনদপত্র
NATIONALITY CERTIFICATE

No. 219306

তারিখ / Date : ২৭/১২/২০২২

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব/মিসেস/মিস্ : জান্নাতুল ফেরদৌস
This is to certify that Mr. / Mrs./ Miss :

পিতা/স্বামী : মোহাম্মদ আমিন পিতা - মোঃ এজাহার মিয়া
Father/Husband :

মাতা : মোছাঃ হাছান বানু
Mother :

স্থায়ী ঠিকানা : আমিন কমিশনারের বাড়ী কুলগাঁও সাইত্ত্বপাড়া
Permanent Address :

ডাকঘর : জালালাবাদ থানা : বায়েজীদ জিলা : চট্টগ্রাম
Post Office : Police Station : District :

বর্তমান ঠিকানা : ঐ ওয়ার্ড : ০২
Present Address : Ward :

ডাকঘর : ঐ থানা : ঐ জিলা : ঐ
Post Office : Police Station : District :

তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তিনি অত্র ওয়ার্ডের একজন বাসিন্দা এবং জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক।
He/She is known to me personally. He/She is an inhabitant of this ward and he/she is Bangladeshi by birth.

আমি তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।
I wish him/her every success in life.

মোঃ তৌফিকুল ইসলাম

আলহাজ্ব মোঃ সাহেদ ইকবাল বাবু
কাউন্সিলর
২নং জালালাবাদ ওয়ার্ড
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

কাউন্সিলর (Councillor)
০২ নং ওয়ার্ড (Ward No)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
Chattogram City Corporation

CamScanner

...াহেদ ইকবাল বাবু
...র্ড ওয়ার্ড
...টি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

Alhaj Md. Shahed Iqbal Babu
COUNCILLOR
2 no. Jalalabad Ward
Chittagong City Corporation, Chittagong

Date: ২৭/১২/২০২২

চারিত্রিক সনদপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জান্নাতুল ফেরদৌস, স্বামীঃ মোহাম্মদ আমিন, পিতাঃ মোঃ এজাহার মিয়া, মাতাঃ মোছাঃ হাছান বানু, সাং: আমিন কমিশনারের বাড়ি, মাইজপাড়া, কুলগাঁও, জালালাবাদ-৪২১৪, বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম। তিনি অত্র ওয়ার্ডের একজন স্থায়ী বাসিন্দা এবং জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি ও জানি। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমার জানা মতে, তিনি রাষ্ট্র বা সমাজ বিরোধী কোন কার্য কলাপে জড়িত নয়।

আমি তাঁর সার্বিক সফলতা ও উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

সত্যায়িত
মো. ইসলাম
২৭/১/২০২৩

মোঃ তৌফিকুল ইসলাম
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা
চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ
মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

২৭/১২/২০২২
আলহাজ্ব মোঃ সাহেদ ইকবাল বাবু
কাউন্সিলর
২নং জালালাবাদ ওয়ার্ড
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

CamScanner

গণপ্রজা... সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

খচ ২১৩২০৭২

SL. NO. 825/2023
DATE. 11 JAN 2023

ADVOCATE M. ANWAR CHOWDHURY
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
NOTARY PUBLIC

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অঙ্গীকারনামা

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

=======অঙ্গীকারনামা গ্রহীতা।

জান্নাতুল ফেরদৌস, স্বামী- মরহুম মোহাম্মদ আমিন, সাং- আমিন কমিশনার বাড়ি, মাইজপাড়া, কুলগাঁও, ডাকঘর- জালালাবাদ-৪২১৪, থানা/উপজেলা- বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ২নং ওয়ার্ডম, জেলা- চট্টগ্রাম।

=======অঙ্গীকারনামা দাতা।

পরম করুণাময় মহান সৃষ্টিকর্তার নামে অত্র অঙ্গীকারনামা লিখন আরম্ভ করিতেছি যে,যেহেতু আমি অঙ্গীকারনামা দাতার স্বামী কক্সবাজার জেলার চাকরিয়া থানাধীন রামপুর মৌজাস্থ ১৩২ নং চিংড়ি প্লটের ইজারা নেওয়ার জন্য আবেদন করিলে বাংলাদেশ সরকারের, মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার- বিগত ১৬/০৬/২০১৪ ইং তারিখের সম্পদিত চিংড়ি প্লটের ইজারা চুক্তিপত্র মূলে তফসিলের ১০ একর চিংড়ি প্লট আমি অঙ্গীকারনামা দাতার স্বামীর বরাবরে ২০ (বিশ) বৎসরের জন্য ইজারা প্রদান করেন। আমি অঙ্গীকারনামা দাতার স্বামী উক্ত ইজারাকৃত সম্পত্তি ইজারা প্রাপ্ত হইয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোগ দখলে রত থাকাবস্থায় বিগত ২৬/১০/২০১৯ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করিলে আমি অঙ্গীকারনামা দাতাকে স্ত্রী হিসাবে এবং আমার দুই পুত্র সন্তানকে ওয়ারিশ বিদ্যমান রাখিয়া যান। আমি অঙ্গীকারনামা দাতা আমার স্বামীর ইজারা কৃত সম্পত্তি উক্ত ইজারা চুক্তিপত্রের ০৩(১) নং

11 JAN 2023

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

চলমান পাতা-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

খচ ২১৩২০৭৩

ADVOCATE M. ANWAR CHOWDHURY
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
NOTARY PUBLIC

শর্তানুযায়ী ইজারা গ্রহীতার পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমি নমিনী হিসাবে উক্ত ইজারা কৃত সম্পত্তির সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রাপ্ত হইয়া নিম্ন লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অত্র অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করিলাম।

শর্তাবলী

০১। আমি অঙ্গীকারনামা দাতা আমার স্বামীর ইজারাকৃত চুক্তিপত্রের যাবতীয় শর্তাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য রহিলাম।

০২। অমি অঙ্গীকারনামা দাতা ইজারাকৃত সম্পত্তির নমিনী হিসাবে ইজরা কৃত সম্পত্তি পরিচালনা করিব।

০৩। আমি অঙ্গীকারনামা দাতা আমার স্বামীর সকল ওয়ারিশগণ আমার সন্তানদের মধ্যে ইজারাকৃত সম্পত্তির প্রাপ্য লভ্যাংশ যথাযথভাবে ভাগ বন্টন করিয়া দিব এবং কোন ধনের পক্ষপাত ও অনিয়ন করিব না।

০৪। আমি অঙ্গীকারনামা দাতা উক্ত ইজারাকৃত সম্পত্তির যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করিতে বাধ্য রহিলাম।

০৫। উক্ত ইজারাকৃত সম্পত্তির মধ্যে আমি অঙ্গীকারনামা দাতা অন্যায়, অনিয়ম ও অবৈধ কর্মকান্ড করিব না।

11 JAN 2023

০৬। আমি অঙ্গীকারনামা দাতা নিম্ন তপশীলোক্ত ইজারাকৃত সম্পত্তিতে ১ম পক্ষের বা চুক্তিপত্রের সকল শর্ত মানিয়া চলিব উক্ত ইজারাকৃত সম্পত্তিতে যদি ১ম পক্ষ কোন

ADVOCATE M. ANWAR NOTARY PUBLIC

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

চলমান পাতা-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

খচ ২১৩২০৭৪

ADVOCATE M. ANWAR CHOWDHURY
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
NOTARY PUBLIC

Adv. M. Anwar Chowdhury
A.P.P. & NOTARY PUBLIC
CHATTOGRAM, BANGLADESH
GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

পাতা-৩

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করিতে চায় বা করে সেক্ষেত্রে আমি অঙ্গীকারনামা দাতা অর্থাৎ আমি ২য় পক্ষ কোন ধরনের উক্ত উন্নয়নমূলক কাজে বাধা প্রদান করিব না এবং ১ম পক্ষকে চুক্তি মোতাবেক সার্বিকভাবে সহযোগিতা করিব।

০৭। আমি অঙ্গিকারনামা দাতা উক্ত ইজারাকৃত সম্পত্তির ইজারা মূল্য নির্দিষ্ট তারিখে যথাযথ সময়ে ১ম পক্ষের বরাবরে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

এই করারে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিস্কে অন্য কাহারো বিনা প্ররোচনায় অত্র অঙ্গীকারনামার সকল মর্ম বুঝিয়া নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া সম্পাদন করিয়া দিলাম।

ইতি তাং- /০১/২০২৩ ইংরেজী।

মুসাবিদাকারক ঃ-

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE ME
11 JAN 2023
ADVOCATE M. ANWAR CHOWDHURY
NOTARY PUBLIC, Govt. of Bangladesh
Room # 152, Ainjibi Annex Bhaban-1
Court Hill, Chattogram, Bangladesh.

সাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানা ঃ-

০১। মোহাম্মদ ইসমাইল, পীং মরহুম মো: আমান, সা: কুলগাঁও
পো: জালালাবাদ, থানা: বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।

০২। মোঃ আসগর আলী, পীং মৃত মোঃ ... মিয়া সাং ...
থানা:- হাটহাজারী চট্টগ্রাম,

০৩। মোঃ জিয়া উদ্দীন, পী: মরহুম মো: নাছির উদ্দীন, গ্রা: কুলগাঁও, পো: জালালাবাদ
থানা- বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

চালান ফরম

টি, আর ফরম নং ৬ (এস, আর ৩৭ দ্রষ্টব্য)

১ম (মূল) কপি	২য় কপি	৩য় কপি

চালান নং .... তারিখ ২১/১২/২০২২ইং

বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার শাখায় টাকা জমা দেওয়ার চালান

কোড নং ১ | ৪৬৭১ | ০০০০ | ১২৫১

জমা প্রদানকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে				টাকার অংক		বিভাগের নাম এবং চালানের পৃষ্ঠাংকনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর।*
যাহার মারফত প্রদত্ত হইল তাহার নাম ও ঠিকানা।	যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে টাকা প্রদত্ত হইল তাহার নাম, পদবী ও ঠিকানা	কি বাবদ জমা দেওয়া হইল তাহার বিবরণ	মুদ্র ও নোটের বিবরণ/ ড্রাফট, পে-অর্ডার ও চেকের বিবরণ।	টাকা	পয়সা	
মোঃ আনসার আলী 01818282228	মোহাম্মদ আমিন পিতা: মোহাম্মদ জামাল ৮৭, চট্টেশ্বরী রোড লাহার মঞ্জিল পো: চকবাজার থানা: কোতোয়ালী জেলা: চট্টগ্রাম	[illegible] কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলা থানার রামপুর মৌজার দাগ (৩০) একর বিনিময় ৩৮২নং চিংড়ী প্লটের ১৪৮০ বাংলা সনের খাজনা বাবদ সম্পূর্ণ বিনয় মাশুল সম্পূর্ণ		২০,৮০৮ ২০০/-		
			মোট টাকা	=২১০০৮/-		

টাকা (কথায়) একুশ হাজার আট টাকা মাত্র।

টাকা পাওয়া গেল

তারিখ............

ম্যানেজার
বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংক

নোট ঃ ১। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহিত যোগাযোগ করিয়া সঠিক কোড নম্বর জানিয়া লইবেন।
২। *যে সকল ক্ষেত্রে কর্মকর্তা কর্তৃক পৃষ্ঠাংকন প্রয়োজন, সে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

বাগসমুদ্র-২০১১/১২-১০০১৭ এফ-৫০,০০,০০০ কপি, (মুদ্রণাদেশ-৫৫) ২০১৭ ইং

...জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজার মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ১০/১১ একর বিশিষ্ট চিংড়ি প্লটের বার্ষিক উৎপাদন ও আয়-ব্যয় বিবরণী:

...তারিখঃ ১৬/০১/১৪খ্রি: — উৎপাদন ও আয়-ব্যয় এর বছর ২০২২ইং

...প্লট নংঃ ৭৩২নং — মোট আয়তনঃ ১০ একর

ইজারা গ্রহীতার নামঃ মোহাম্মদ আমিন — পিতার নামঃ মোহাম্মদ ইসমাইল

ঠিকানাঃ চকরিয়া, চট্টগ্রাম — মোবাইল/ফোন নম্বরঃ ০১৮১৩২৮২২২৪

চিংড়ি চাষ পদ্ধতি:- সম্প্রসারিত/উন্নত সম্প্রসারিত/আধানিবিড়/নিবিড়

ক. ব্যয়ের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	ব্যয়ের পরিমান	পরিমান/সংখ্যা (ক)	দরহার (খ)	মোট টাকা (ক x খ)	মন্তব্য
১	মজুদ পূর্ব কার্যক্রম (প্লট প্রস্তুতি)				
১.১	শ্রমিক মজুরী (পাড় তৈরী, মেরামত ইত্যাদি) —	৫০ জন	৫০০/জন	২৫,০০০/-	
১.২	শ্রমিক মজুরী (চাষ বাবদ) —	১২৫জন	৫০০/জন	৭২০০০/-	
১.৩	চুন ক্রয়- —	১৫০০kg	৪০/kg	৬০,০০০/-	
১.৪	জৈব সার ক্রয়- —	২০০০kg	১০/kg	২০,০০০/-	
১.৫	অজৈব সার ক্রয় —	৩০০kg	৩০/kg	৯০০০/-	
১.৬	শ্রমিক মজুরী (পানি তোলা ও অন্যান্য) —	১০০জন	৫০০/জন	৫০০০০/-	
১.৭	ইজারা মূল্য- —	—	—	১০৪০০০/-	
১.৮	সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি —	—	—	২৫,০০০/-	
১.৯	অন্যান্য- —	—	—	১৫,০০০/-	
	উপমোট			২০,৯১০০০/-	
২	মজুদকালীন/চাষকালীন কার্যক্রমঃ				
২.১	পানি, মাটি পরীক্ষা বাবদ (থোক) —	—	—	২৫,০০০/-	
২.২	পি, এল./জুভেনাইল ক্রয় বাবদ —	২৫০,০০০pcs	.৫০/pc	১২৫,০০০/-	
২.৩	পরিবহন ব্যয় —	—	—	১২,০০০/-	
২.৪	খাদ্য ক্রয় বাবদ —	—	—	২৬,০০০/-	
২.৫	চুন ক্রয় —	—	—	-০-	
২.৬	জৈব সার ক্রয় —	—	—	-০-	
২.৭	অজৈব সার ক্রয় —	৭০০kg	৩০/kg	২১,০০০/-	
২.৮	রোগবালাই দমন (থোক) —	—	—	১৭,০০০/-	
২.৯	অন্যান্য —	—	—	১১,০০০/-	
	উপমোট			২৩৭৪০০/-	
৩	মজুদ পরবর্তী আহরণ কার্যক্রমঃ				
৩.১	শ্রমিক মজুরী (চিংড়ি আহরণ বাবদ)	৭০জন	৫০০/জন	৪২,০০০/-	
৩.২	বরফ ক্রয় —	৭০pcs	১০০/pc	৭,০০০/-	
৩.৩	পরিবহন ব্যয় —	—	—	১৪,০০০/-	
৩.৪	অন্যান্য —	—	—	১৩,০০০/-	
	উপমোট			৭৬০০০/-	
	সর্বমোট (১+২+৩)			৫,৩৫,৬০০/-	

খ. আয়ের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	পরিমান (ক)	দরহার (খ)	মোট টাকা (ক x খ)	মন্তব্য
১	চিংড়ি বিক্রয়	১২০০ kg	৬০০/-	৭২০,০০০/-	
২	লবন বিক্রয় —	—	—	—	
৩	অন্যান্য আয় (মাছ/সবজী)	৭০০ kg	২০০/kg	১৪০,০০০/-	
	সর্বমোট টাকা			৮৬০,০০০/-	

নীট মুনাফা (খ-ক) : ৩,২৪,৪০০/- টাকা

কথায় তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশত টাকা

১৬/০১/২৩

[illegible]

মোঃ তৌফিকুল ইসলাম
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ
মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

পক্ষে মোহাম্মদ আমিন
১৬/১২/২২
ইজারা গ্রহীতার স্বাক্ষর
তারিখ

CamScanner

...বাজার জেলার রামপুর মৌজার মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ১০ একর চিংড়ি
চিংড়ি প্লটের বার্ষিক উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা ছক:

... ১৮/০৬/২২ খ্রিঃ
... ৩৭২ নং
... মোহাম্মদ আমিন
... চকরিয়া, চট্টগ্রাম

কর্মপরিকল্পনার উৎপাদন বছর: ২০২২-২৩
মোট আয়তন: ১০ একর
পিতার নাম: মোহাম্মদ [illegible]
মোবাইল/ফোন নম্বর: ০১৮১৩২৪২২২৩

চিংড়ি চাষ পদ্ধতি (টিক দিন):- সম্প্রসারিত/উন্নত সম্প্রসারিত ✓/আধানিবিড়/নিবিড়

ক. ব্যয়ের বিবরণী

ক্রমিক নং	ব্যয়ের পরিমাণ	পরিমান/সংখ্যা (ক)	দরহার (খ)	মোট টাকা (ক x খ)	মন্তব্য
১	মজুদ পূর্ব কার্যক্রম (প্লট প্রস্তুতি)				
১.১	শ্রমিক মজুরী (পাড় তৈরী, মেরামত ইত্যাদি)	১০০ দিন	৬০০/দিন	৬০,০০০/-	
১.২	শ্রমিক মজুরী (চাষ বাবদ) —	৯০ দিন	৫০০/দিন	৪৫০০০/-	
১.৩	চুন ক্রয়- —	১০০০ kg	৪০/kg	৪০,০০০/-	
১.৪	জৈব সার ক্রয়- —	৪০০০ kg	১০/kg	৪০,০০০/-	
১.৫	অজৈব সার ক্রয় —	৪০০	৩০/kg	১২,০০০/-	
১.৬	শ্রমিক মজুরী (পানি তোলা ও অন্যান্য) —	১৫দিন	৫০০/দিন	৭৫০০/-	
১.৭	ইজারা মূল্য- —	—	—	২০,৪০০/-	
১.৮	সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি —	—	—	৫৫,০০০/-	
১.৯	অন্যান্য- —	—	—	৩০,০০০/-	
	উপমোট			২,৬৮৪০০/-	
২	মজুদকালীন/চাষকালীন কার্যক্রম:				
২.১	পানি, মাটি পরীক্ষা বাবদ (থোক) —	—	—	৩০,০০০/-	
২.২	পি, এল./জুভেনাইল ক্রয় বাবদ —	২৫০,০০০pcs	০.৫৬/pc	১৪০,০০০/-	
২.৩	পরিবহন ব্যয় —	—	—	২০,০০০/-	
২.৪	খাদ্য ক্রয় বাবদ —	—	—	৪০,০০০/-	
২.৫	চুন ক্রয় —	—	—	০	
২.৬	জৈব সার ক্রয় —	—	—	০ —	
২.৭	অজৈব সার ক্রয় —	১০০০kg	৩০/kg	৩০,০০০/-	
২.৮	রোগবালাই দমন (থোক) —	—	—	৩০,০০০/-	
২.৯	অন্যান্য —	—	—	২৫,০০০/-	
	উপমোট			৩,১৫০০০/-	
৩	মজুদ পরবর্তী আহরণ কার্যক্রম:				
৩.১	শ্রমিক মজুরী (চিংড়ি আহরণ বাবদ) —	৮০দিন	৬০০/দিন	৪৮,০০০/-	
৩.২	বরফ ক্রয় —	৯০pcs	১০০/pc	৯০০০/-	
৩.৩	পরিবহন ব্যয় —	—	—	২৬,০০০/-	
৩.৪	অন্যান্য —	—	—	২৫,০০০/-	
	উপমোট			১০৮০০০/-	
	সর্বমোট (১+২+৩)			৬,৯৪৪০০/-	

খ. আয়ের বিবরণী:

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	পরিমান (ক)	দরহার (খ)	মোট টাকা (ক x খ)	মন্তব্য
১	চিংড়ি বিক্রয় —	১৫০০kg	৫০০/kg	৭,৫০০০০/-	
২	লবন বিক্রয় —	—	—	৬৬০,০০০/-	
৩	অন্যান্য আয় (মাছ/সবজী)	৭০০kg	২০০/kg	১৪০,০০০/-	
	সর্বমোট টাকা			১৫৫০,০০০/-	

নীট মুনাফা (খ-ক): ৮৫৫৬০০/-
কথায়: আট লক্ষ [illegible] হাজার .... টাকা
পক্ষে মোহাম্মদ [illegible]

ইজারা গ্রহীতার স্বাক্ষর তারিখসহ ১৮/১২/২২

[signature] ১০/১/২৩
[stamp, illegible]

[signature] ২০২৩
মোঃ তৌফিকুল ইসলাম
[stamp, illegible]

DD (Shrimp)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ,
মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

13 JUN 2023

পত্র নং: ৩৩.০২.২২০০.৪১১.৮৩.১৩২.১৪-১৩২

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৮ মে ২০২৩খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ১০ একর বিশিষ্ট চিংড়ি প্লট নং-১৩২ এর ইজারাগ্রহীতা জনাব মোহাম্মদ আমিন এর মৃত্যুজনিত কারণে চুক্তিপত্রের ঘোষিত নমিনী ইজারাগ্রহীতার স্ত্রী জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস-কে প্লট পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের নিমিত্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ ইজারাগ্রহীতার স্ত্রী জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস এর ১৮/০১/২০২৩খ্রিঃ তারিখের আবেদন।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ১০ একর বিশিষ্ট চিংড়ি প্লট নং- ১৩২ এর ইজারাগ্রহীতা জনাব মোহাম্মদ আমিন এর মৃত্যুজনিত কারণে চুক্তিপত্রের ঘোষিত নমিনী ইজারাগ্রহীতার স্ত্রী জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস -কে প্লট পরিচালনার অনুমতি প্রদানের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নির্দেশক্রমে অত্র দপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জনাব মো: এনায়েত উল্লাহ রানা এবং সম্প্রসারণ সহকারী জনাব গাজী মোস্তাক আহামেদ উক্ত প্লটটি সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং ইজারাগ্রহীতার স্ত্রী জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস -কে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মুলকপিসহ স্বশরীরে অত্র দপ্তরে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয় । সে প্রেক্ষিতে জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস ইজারাগ্রহীতার ওয়ারিশ প্রতিবন্দ্বি দুই পুত্রসহ অত্র দপ্তরে উপস্থিত হয়ে তাঁর বর্তমান অবস্থা ও প্লট পরিচালনার সক্ষমতা ব্যাখ্যা করেন।

১.	প্লটের অবস্থান	:	প্লট নং- ১৩২, সাব পোল্ডার নং- ০৪, মৌজা- রামপুর, উপজেলা- চকরিয়া, জেলা- কক্সবাজার।
	চৌহদ্দি	:	পূর্বে- ১৩১ নং চিংড়ি প্লট, পশ্চিমে-২১৬ নং চিংড়ি প্লট, উত্তরে- খাল এবং দক্ষিনে- ১২৯ নং চিংড়ি প্লট।
৩.	প্লটের বর্তমান অবস্থা	:	১। পরিদর্শনকালীন প্লটের ইজারাগ্রহীতা জনাব মোহাম্মদ আমিন এর স্ত্রী জনাব জান্নাতুল ফেরদৌসকে প্লটের তাঁর মনোনীত প্রতিনিধিসহ সার্বিক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করতে দেখা যায়। প্লটের সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সন্তোষজনক। প্লটের সার্বিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সন্তোষজনক। ২। সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্লটে বেস্টনী খালে কিংবা পাড়ের ক্ষতিসাধন হয় এরুপ কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। কোন কাঁচা পায়খানা কিংবা গবাদী পশু দেখা যায়নি।
৪.	উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য	:	ইজারাগ্রহীতার স্ত্রী জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস এর তত্বাবধানে উক্ত প্লটে উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। বর্তমানে চিংড়ি চাষ করতে দেখা যায়। চিংড়ির নমুনায়নে স্বাস্থ্য সন্তোষজনক ও পানির গুনাগুন (pH, Salinity, Ammonium ion ইত্যাদি) চিংড়ি চাষ উপযোগী মাত্রায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁর সার্বিক উৎপাদন ও লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়। তিনি ২০২২ খ্রি: উৎপাদন বছরের আয়-ব্যয় প্রতিবেদন এবং ২০২৩ খ্রি: বছরের উৎপাদন পরিকল্পনা অত্র দপ্তরে জমা প্রদান করেছেন।
৫.	ইজারা/ নবায়ন বিষয়ক তথ্য	:	উক্ত প্লটটি সর্বপ্রথম ১৯৮৬ খ্রি: সালে ইজারাগ্রহীতা জনাব মোহাম্মদ আমিন এর নামে ১০ বছর মেয়াদী ইজারা প্রদান করা হয়। ইজারা প্রদানের ১০ বছর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর ৩০/০১/১৯৯৭ খ্রি: তারিখে ১৫ বছর মেয়াদে নবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে মেয়াদ শেষে ১৬/০৬/২০১৪ খ্রি:' বা ০২ আষাঢ় ১৪২১ বঙ্গাব্দ তারিখে ২০ বছর মেয়াদে পুন:নবায়ন করা হয় যা চলমান আছে।
৬.	খাজনা বিষয়ক তথ্য	:	ইজারা গ্রহীতা ১৪৩০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত উক্ত প্লটের ইজারামূল্য পরিশোধ করেছেন।
৭.	মামলা/ বাতিল সংক্রান্ত তথ্য	:	অত্র দপ্তরে রক্ষিত নথিপত্র মোতাবেক উক্ত প্লটের, প্লটের ইজারাগ্রহীতা কিংবা নমিনীর নামে কোন মামলা নেই। প্লট লাগিয়তি কিংবা অন্য কোন কারণে তাঁর নামে বরাদ্দকৃত প্লটটি কখনও বাতিল করা হয়নি।
৮.	পরিদর্শন প্রতিবেদন	:	অত্র দপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নাব মো: এনায়েত উল্লাহ রান এবং সম্প্রসারণ সহকারী জনাব গাজী মোস্তাক আহামেদ উক্ত প্লটটি সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। (প্রতিবেদন সংযুক্ত)।

একান্ত শাখা, মহাপরিচালকের দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
তারিখঃ ২৯/০৫/২৩

মহাপরিচালকের দপ্তর
উপ-পরিচালক (চিংড়ি)
পত্র প্রাপ্তি ও তারিখ
২৯/০৫/২৩

	সংশ্লিস্ট কাগজপত্রাদি/ দলিলাদি যাচাই	:	সংশ্লিস্ট বিষয়ে আবেদনকারীর আবেদনপত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি/ দলিলাদি যাচাই করে সঠিক পাওয়া যায় এবং ইজারাগ্রহীতা জনাব মোহাম্মদ আমিন এর ওয়ারিশগণের সাথে জিজ্ঞাসাবাদকালে তাঁদের কোন আপত্তি নাই মর্মে অবহিত করেন।
১০	প্লট পরিচালনার অনুমতি গ্রহণে বিলম্বের কারণ:	:	সংশ্লিস্ট বিষয়ে আবেদনকারীর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি অত্র দপ্তরকে স্বামীর মৃত্যুর পর প্রতিবন্ধি সন্তান নিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও করোনাকালীন সময়ের জন্য বিলম্ব হয়েছে মর্মে অবহিত করেন।

এমতাবস্থায়, জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস (প্লটের নমিনী) প্লট পরিচালনার ও রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতির জন্য আবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি যাচাই করে সত্যতা প্রমানিত হওয়ায় এবং প্লটের বর্তমান অবস্থা, উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য ও পরিদর্শন প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়ায় সুপারিশ সহকারে প্লট পরিচালনার ও রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আপনার বরাবর প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত:

১. নমিনী জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র।
২. সর্বশেষ চুক্তিপত্রের ফটোকপি।
৩. পরিদর্শন প্রতিবেদন।
৪. ইজারাগ্রহীতা মৃত্যু সনদ।
৫. ওয়ারিশ সনদ।
৬. নমিনী জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস এর জাতীয় পরিচয়পত্র।
৭. ওয়ারিশগণের জাতীয় পরিচয়পত্র
৮. নমিনী জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস এর জাতীয়তা সনদপত্র।
৯. নমিনী জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস এর চারিত্রিক সনদপত্র।
১০. অঙ্গীকারনামা।
১১. হালনাগাদ খাজনা পরিশোধের চালানের ফটোকপি।
১২. উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা ও উৎপাদনও আয়-ব্যয় প্রতিবেদন।

(মো: তৌফিকুল ইসলাম)
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা
চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ
মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার।
ফোনঃ ০২-৫১০৬০১২৫
ই-মেইল: rfocoxsbazar@fisheries.gov.bd

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

মনোযোগ: উপপরিচালক (চিংড়ি), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

পত্র নং: ৩৩.০২.২২০০.৪১১.৮৩.১৩২.১৪.১৩২/১(৭)

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ২৮ মে ২০২৩খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:
১। উপপরিচালক(প্রশাসন), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
২। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা।
৩। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার।
৪। জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস, নমিনী ১৩২ নং চিংড়ি প্লট।
৫। সংশ্লিষ্ট নথি।

আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা
চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ
মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
১৩,শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
www.fisheries.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১০৮.১১.১৩২.১৪- ৬৬ | তারিখঃ ১৯/০৬/২০২৩খ্রিঃ।

বিষয়ঃ কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ১০ একর বিশিষ্ট ১৩২ নং চিংড়ি প্লটের ইজারাগ্রহীতার মৃত্যুজনিত কারণে নমিনি (স্ত্রী) বেগম জান্নাতুল ফেরদৌস-কে চিংড়ি প্লট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি প্রদান প্রসংগে।

সূত্রঃ আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার-এর ২৮/০৫/২০২৩খ্রি. তারিখের ৩৩.০২.২২০০.৪১১.৮৩.১৩২.১৪-১৩২ নং পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ১০ একর বিশিষ্ট ১৩২ নং চিংড়ি প্লটের ইজারাগ্রহিতা জনাব মোহাম্মদ আমিন, পিতা: মৃত মোঃ জামাল, গ্রাম/মহল্লাঃ ৮৭, চট্টশ্বরী রোড, নাহার মঞ্জিল, ডাকঘর: চকবাজার, থানা: কোতোয়ালী, জেলা: চট্টগ্রাম মৃত্যুবরণ করায় ইজাগ্রহীতার ঘোষিত নমিনি (স্ত্রী) বেগম জান্নাতুল ফেরদৌস, পিতা: মোঃ এজাহার মিয়া, মাতা: মোছাঃ হাছান বানু, সাং: আমিন কমিশনারের বাড়ী, কুলগাঁও মাইজ পাড়া, ডাকঘর: জালালাবাদ-৪২১৪, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম কর্তৃক চিংড়ি প্লটের চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর ৩ এর (১) ও (২) মোতাবেক ১০ একর বিশিষ্ট ১৩২ নং চিংড়ি প্লটের চুক্তি মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের জন্য প্লট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুমতি প্রদান করা হলো।

উল্লেখ্য যে, চিংড়ি প্লটের বর্তমান ইজারা চুক্তিপত্রের অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

১৯/০৬/২০২৩

(মোঃ আয়নাল হক)
উপপরিচালক (চিংড়ি)(চ.দা.)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
ই-মেইলঃ ddshrimp@fisheries.gov.bd

আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা
চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ
কক্সবাজার।

পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১০৮.১১.১৩২.১৪- ৬৭ | তারিখঃ ১৯/০৬/২০২৩খ্রিঃ।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ
১। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা।
২। বেগম জান্নাতুল ফেরদৌস, পিতা: মোঃ এজাহার মিয়া, মাতা: মোছাঃ হাছান বানু, সাং: আমিন কমিশনারের বাড়ী, কুলগাঁও মাইজ পাড়া, ডাকঘর: জালালাবাদ-৪২১৪, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম

১৯/০৬/২০২৩

উপপরিচালক (চিংড়ি)(চ.দা.)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

CS CamScanner